সুইডেনে পবিত্র কোরআন অবমাননাকারীর শাস্তির দাবীতে গাংনীতে বিক্ষোভ

সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে তুর্কী দুতাবাসের সামনে দানেশ উগ্রপন্থী নেতা রাজমুস ফালুদার নেতৃত্বে পবিত্র কোরআন শরীফ অবমাননা করায় সারা বিশ্ব মুসলিম প্রতিবাদী হয়ে বিক্ষোভে নেমেছে। গাংনী শহরসহ গ্রামে গ্রামে রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ করেছেন মুসলমানরা।

শুক্রবার দুপুরে জুম্মা নামাজ শেষে বিক্ষোভ করে গাংনীর ভাটপড়া,নওপাড়া, ভিটাপাড়া,কালিগাংনীসহ বিভিন্ন গ্রামে বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়েছে।

সুইডেনের পন্য বর্জন,সুইডেন সরকারকে প্রকাশ্যে ক্ষমা পার্থনা ও পবিত্র কোরআন অবমাননাকাী রাজমুস ফালুদার মৃত্যুদন্ড দাবী করেছে বিক্ষোভকারীরা।

এলাকাবাসী আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, নওপাড়া জামে মসজিদের ইমাম জাহিদুল ইসলাম আল হাবিবি,নওপাড়া মাঠপাড়া জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওঃ মোঃ খালেদ সাইফুল্লাহ,ষোলমারী জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওঃ হাসানুজ্জামান সিদ্দিকী,ভাটপড়া জামে মসজিদের ইমাম ক্বরি মোঃ তৌফিক ই এলাহী ও কালীগাংনী জামে মসজিদের ইমাম আবু দারদা।

দুপুরে ভাটপাড়া ফুটবলমাঠ থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন গ্রাম প্রদক্ষিণ শেষে নওপাড়া বাজারে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এসময় সার্বিক সহযোগীতা করেন পল্লী চিকিৎসক মোঃ রবিউল ইসলাম, ইয়ারুল ইসলাম,মিরাজুল ইসলাম মিলন।

এদিকে শুক্রবার দুপুরে গাংনী বাজার রেজাউল চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ,মানববন্ধন ও মিছিল করেছেন উপজেলা ইমাম সমিতি। বাংলাদেশ থেকে সুইডেনের সকল পণ্য অপসারণ,ব্যবহার নিষিদ্ধ করার দাবীসহ পবিত্র কোরআন অবমাননাকারীর মৃত্যদন্ড ও সুইডেন সরকারকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবী জানানো হয়।

উল্লেখ: গত শনিবার সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে তুর্কী দুতাবাসের সামনে দানেশ উগ্রপন্থী নেতা রাজমুস ফালুদার নেতৃত্বে পবিত্র কোরআন শরীফ অবমাননার ঘটনা ঘটে। এঘটনার পর থেকে বিশ্ব মুসলিম প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। সে থেকে সুইডেন সরকারকারের বিরুদ্ধে নড়েচড়ে বসেছে সারা বিশ্বের মুসলিম।

মেহেরপুরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজা উদযাপন

মেহেরপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মন্দিরে স্বরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহপরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মেহেরপুর শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালি মন্দির,নায়েববাড়ী মন্দিরসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৃথকভাবে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

এ উপলক্ষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞান অর্জনের জন্য সরস্বতী পূজার আয়োজন করে। সনাতন ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী তার আশীর্বাদের মাধ্যমে মানুষের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করতে প্রতি বছর আবির্ভূত হন ভক্তদের মাঝে। শিক্ষার্থীরাই এই পূজায় বেশি মনোযোগী হয়।

আম বয়ানের মধ্যে দিয়ে বিশ্ব ইজতেমা দ্বিতীয় পর্ব শুরু

গতকাল শুক্রবার বাদ ফজর আম বয়ানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্ব। টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্বে অংশ নিচ্ছেন দিল্লির মাওলানা সাদ কান্ধলভীর অনুসারীরা।

গতকাল শুক্রবার বাদ ফজর পাকিস্তানের মাওলানা ওসমানের আম বয়ানের মধ্যদিয়ে ইজতেমার দ্বিতীয় পর্বের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলায় তরজমা করেন মাওলানা জিয়া বিন কাসিম।

ময়দানে অবস্থানরত বিদেশিদের জন্য মূল বয়ানটি আবার তাদের নিজ নিজ ভাষায়ও তাৎক্ষণিক অনুবাদ করা হয়।

আয়োজকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, বিশ্ব ইজতেমার মূল পর্ব শুক্রবার থেকে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও গত বুধবার থেকেই দলে দলে তাবলীগের মানুষরা ইজতেমা ময়দানে এসে অবস্থান নিয়েছেন। তারা দলে দলে মাঠের ভেতরে ঢুকে নিজ নিজ জেলার খিত্তায় অবস্থান নিতে শুরু করেছেন। মানুষের উপস্থিতিতে ইজতেমা ময়দান পূর্ণ হয়ে গেছে।

ইজতেমা ময়দানে বিদেশি মেহমানদের জন্য পশ্চিম-উত্তর দিকে আলাদা তাবু নির্ধারিত রয়েছে। সেখানে আধুনিক সব ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আর দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা মানুষদের অবস্থানের জন্য দ্বিতীয় পর্বে পুরো ইজতেমা ময়দানকে জেলা ওয়ারী ৮৫টি খিত্তায় ভাগ করা হয়েছে।

এদিকে গতকাল শুক্রবার জুম্মা নামাজের জন্য লাখো লাখো মুসল্লী অংশ নিতে সকাল থেকে জমায়েত হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার জুম্মার নামাজ পরিচালনা করেন মাওলানা সা’দ কান্ধলভীর বড় ছেলে মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী। বাস, ট্রাক, ট্রেন বা পায়ে হেঁটে টুপি-পাঞ্জাবি পরিহিত তাবলীগ জামাতের অনুসারীরা টঙ্গীর ইজতেমা ময়দানে আসছেন। মানুষের এ স্রোত এখনও অব্যাহত রয়েছে। রোববার আখেরি মোনাজাতের আগ পর্যন্ত মানুষের এ আগমন অব্যাহত থাকবে।

আম বয়ানে শুরু ইজতেমার দ্বিতীয় পর্ব

খাবার ও গোসলের বিরতি দিয়ে রোববার পর্যন্ত চলবে ঈমান-আমলসহ তাবলীগের ছয় উসুলের বয়ান। সেদিন হেদায়তী বয়ান শেষে অনুষ্ঠিত হবে আখেরি মোনাজাত।

কুষ্টিয়া থেকে ইজতেমায় যোগ দিতে আসা শামস সুমন বলেন, দশ বছর আগে একবার এসেছিলাম। আবার গতকাল সকালে রওনা হয়ে রাতে ইজতেমার মাঠে যোগ দিয়েছি। তিনি বলেন, মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়ন থেকে একটি বাসযোগে ৫০ জন এই ইজতেমায় এসেছেন। দ্বীন ও ইসলাম বিষয়ে নানান আলোচনায় মশগুল ছিলাম সারাদিন।

বিশ্ব ইজতেমার আয়োজক কমিটির সুরা সদস্য মাওলানা সৈয়দ ওয়াসিফুল ইসলাম জানান, ২০১৯ সাল থেকে ভারতের মাওলানা সাদ কান্ধলভী বাংলাদেশে বিশ্ব ইজতেমায় যোগ না দিলেও এবার দ্বিতীয় পর্বের ইজতেমায় যোগ দিতে তার ছেলে মাওলানা ইউসুফ বিন সাদ কান্ধলভী, মাওলানা সাঈদ বিন সাদ কান্ধলভী, মাওলানা ইলিয়াস বিন সাদ কান্ধলভী এবং মেয়ের জামাতা মাওলানা হাসান বৃহস্পতিবার দুপুরে টঙ্গীর ইজতেমা মাঠে এসে যোগ দিয়েছেন।

মাওলানা সাদ-এর তিন ছেলেই ইজতেমায় বয়ান করেন।
বিশ্ব ইজতেমার মিডিয়া সমন্বয়কারী মোহাম্মদ সায়েম বলেন, গতকাল শুক্রবার জুম্মার নামাজ ও বিশ্ব ইজতেমার আখেরি মোনাজাত পরিচালনা করবেন মাওলানা সাদ কান্ধলভীর বড় ছেলে মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী। গতকাল শুক্রবার দুপুর সোয়া একটার দিকে জুম্মার খুৎবা দেওয়া হবে, বলেন তিনি। এদিকে বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্বে ভালভাবে শেষ করতে ব্যাপক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন গাজীপুর মেট্টোপলিটন পুলিশের কমিশনার মোল্যা নজরুল ইসলাম।

তিনি বলেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রায় ১০ হাজার সদস্য ইজতেমায় কাজ করছেন। ব্যাপক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আগত মুসল্লিদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে পুরো ইজতেমা ময়দানকে কয়েকটি সেক্টরে ভাগ করে নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।”

প্রসঙ্গত, সংরক্ষিত ইতিহাস অনুসারে মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভি (রহ.)-এর হাত ধরে ১৯২৭ সালে উপমহাদেশে দাওয়াত ও তাবলিগের কাজের সূচনা হয়। মাওলানা আবদুল আজিজের মাধ্যমে ১৯৪৪ সালে বাংলাদেশে তাবলিগের কাজ শুরু হয়। তাবলিগ জামাতের কাজ প্রসার লাভ করলে তাবলিগ জামাতের অনুসারীদের এলাকাভিত্তিক সম্মেলনের সূচনা করেন মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর দুই পাকিস্তান ও

ভারতে সম্মিলিত ইজতেমার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বাংলাদেশের কাকরাইল, ভারতের ভুপাল এবং পাকিস্তানের রাইভেন্ডে ইজতেমার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অন্যান্য কারণে প্রথম থেকেই বাংলাদেশের ইজতেমার আয়তন অন্য দুই দেশের চেয়ে বেশি ছিল। ফলে ক্রমেই তা প্রাধান্য লাভ করতে থাকে এবং বিশ্ব ইজতেমায় রূপ নেয়।

বাংলাদেশে ইজতেমা: ১৯৪৬ সালে প্রথমবারের মতো কাকরাইল মসজিদের ভেতরে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রামের হাজি ক্যাম্পে এবং ১৯৫৮ সালে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে তাবলিগ জামাতের ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। দিন দিন লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ১৯৬৬ সালে টঙ্গীর পাগাড় গ্রামের কাছে (টঙ্গীর মনসুর জুট মিলের নিকটে) একটি মাঠে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই ইজতেমায় বিদেশি কয়েকটি জামাতও অংশ নেয়। এখান থেকেই এর নাম হয় বিশ্ব ইজতেমা। ১৯৬৭ সালে টঙ্গীর তুরাগ নদের পারে প্রথমবারের মতো বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার তুরাগ পারের ১৬০ একর জমি তাবলিগ জামাতের জন্য বরাদ্দ দেয়। ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিশ্ব ইজতেমা এক পর্বে অনুষ্ঠিত হতো। তবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১৬ থেকে একাধিক পর্বে ইজতেমা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ইজতেমা যেভাবে বিশ্ব ইজতেমা: কথিত আছে, বাংলাদেশকে বিশ্ব ইজতেমার স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল লটারির মাধ্যমে। তবে তাবলিগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেন, বিষয়টি তাদের অজ্ঞাত। তাদের দাবি, দেশভাগের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ), পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতে পৃথক ইজতেমার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখন একই সঙ্গে তিন ভূখণ্ডে ইজতেমা শুরু হয়। তবে অধিকসংখ্যক লোকের অংশগ্রহণ, স্বল্প ব্যয়ভার, ভিসাপ্রাপ্তির সহজতা, সাধারণ মুসলমানের আন্তরিকতা, অনুকূল পরিবেশ, সামাজিক ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের ইজতেমা সারা বিশ্বের তাবলিগ জামাতের অনুসারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ক্রমেই বাংলাদেশ ইজতেমা বিশ্ব ইজতেমায় পরিণত হয়।

শৈলকুপায় হিন্দু সম্প্রদায়ের দু’গ্রুপের সংর্ঘষে আহত ৭

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় হিন্দু সম্প্রদায়ের দু’গ্রুপের মধ্যে সংর্ঘষে অন্তত ৭ জন আহত হয়েছেন। এসময় বাড়িঘর ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে।

মঙ্গলবার রাতে শৈলকুপা উপজেলার ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের নুন্দিরগাতী গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহতদের শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

সংঘর্ষে আহত পল্লী চিকিৎসক নির্মল কুমার জানান, দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে দুটি দলের কোন্দল বিরাজ করছিল। তিনি বলেন, এ ঘটনার জের ধরে মঙ্গলবার রাতে তার উপর হামলা করে প্রতিপক্ষরা। নির্মল কুমার বিশ্বাস মাগুরা জেলার শ্রীপুর তার কর্মস্থল থেকে রাতে বাড়ী ফেরার পথে নুন্দিরগাতী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায় পৌছালে প্রতিপক্ষরা তার উপর হামলা চালায়। পরে বাড়ি ভাংচুর, নগদ টাকা ও স্বর্ণলংকারসহ মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে হিন্দু সম্প্রদায়ের দু’গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে বিপ্লব কুমার, সঞ্জয় কুমার, বাধন কুমার, নির্মল কুমার, স্মৃতি রাণী, সুবাস কুমার ও বিশ্বজিৎ কুমার গুরুত্বর আহত হন। আহতদের শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও মাগুরা সদর হাসাপাতালে ভর্তি কনরা হয়ছে। এরমধ্যে অবস্থা গুরুতর হওয়ায় সুবাস কুমার নামে এক জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ নিয়ে গ্রামটিতে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম বলেন, সংঘর্ষের ঘটনায় একটি লিখিত এজাহার দাখিল করেছে পল্লি চিকিৎসক নির্মল কুমার। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি বলেন, তদন্থ করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

গাংনী উপজেলা মডেল মসজিদের উদ্বোধন

২য় ধাপে সারা দেশের ৫০ টি মডেল মসজিদ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সোমবার (১৬ জানুয়ারী) বেলা ১১ টার দিকে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালী উপস্থিত থেকে তিনি এ মসজিদগুলো উদ্বোধন করেন।

গাংনী উপজেলা মডেল মসজিদে থাকছে নামাজ পড়ার পাশাপাশি ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, হেফজখানা, অডিটরিয়াম, মৃত ব্যাক্তির গোসলের স্থানসহ নানা সুবিধা। আলেম ওলামাদের ইসলামী জ্ঞান চর্চার সুবিধাও রয়েছে সেখানে। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মৃধা মো: মোজাহিদুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুল, গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী মাহাফুজুর রহমান, সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুন্তাজ আলী, বামুন্দি ইউপি চেয়ারম্যান ওবাইদুর রহমান কোমল, আওয়ামী লীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতুসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মসজিদ প্রাঙ্গনে দেশ ও জাতির কল্যাণে দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করেন উপজেলা জামে মসজিদের পেশ ইমাম ইলিয়াস হোসেন। গাংনী উপজেলা মডেল মসজিদ তৈরীতে ব্যায় হয়েছে ১৩ কোটি ১৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা।

মেহেরপুরের দুইটি মডেল মসজিদের উদ্বোধন

সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরে দুটি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এর উদ্বোধন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, মেহেরপুর ইসলামীক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনির, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী শম্ভু রাম পাল, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাড ইয়ারুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লিউজা উজ জান্নাহ, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ওবায়দুল্লাহ, জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ আনিসুজ্জামান ও বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের আহ্বায়ক হাসানুজ্জামান মালেক।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী অফিসের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন, ব্যবসায়ি এবং বিভিন্ন মসজিদের ইমামগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের দুটি মডেল মসজিদের উদ্বোধন আজ

২৭ কোটি টাকা ব্যায়ে মেহেরপুর জেলায় নির্মাণ করা হয়েছে ২টি দৃষ্টি নন্দন মডেল মসজিদ। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সুবিশাল এসব মডেল মসজিদ হবে নামাজ আদায়ের পাশাপাশি গবেষণা, ইসলামি সংস্কৃতি ও জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। ইতোমধ্যে মেহেরপুর জেলা শহরের কোর্ট এলাকায় একটি ও গাংনী উপজেলা শহরে একটির কাজ শেষ হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল দশটার সময় গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত থেকে মেহেরপুর জেলার দুটিসহ সারা দেশের ৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উদ্বোধন উপলক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে দৃষ্টিনন্দন মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সংস্কৃতি কেন্দ্র নির্মাণ করছেন। সরকার একসঙ্গে ৫৬০টি মসজিদ নির্মাণ করছে। ৪০ শতাংশ জমির উপর জেলায় ৪ তলা ও উপজেলা

পর্যায়ে ৩ তলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সংস্কৃতি কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে।

জেলা পর্যায়ে ১৫ ও উপজেলা পর্যায়ে প্রায় ১৪ কোটি টাকা ব্যায়ে এসব মডেল মসজিদ নির্মান করা হচ্ছে। প্রতিটা মসজিদে কমবেশি ১ হাজার মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারবেন।

আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সুবিশাল এসব মডেল মসজিদগুলোতে দ্বীনি দাওয়া কার্যক্রম ও ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি মাদক, সন্ত্রাস, যৌতুক, নারীর প্রতি সহিংসতাসহ বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি রোধে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। মডেল মসজিদগুলো শুধু নামাজ পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এখানে ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি জ্ঞান অর্জন ও গবেষণার পাশাপাশি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। মডেল মসজিদ গুলো চালু হলে মুসল্লির সংখ্যা বাড়ার পাশপাশি প্রকৃত ধর্মীয় চার্চার কেন্দ্র গড়ে উঠবে। এদিকে মডেল সমজিদ দেখতে প্রতিদিনই ভিড় করছে দর্শনার্থীরা।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন,মডেল মসজিদ নির্মাণ করায় তারা খুশি। সামাজিক অবক্ষয় ও অন্যায়-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতে মসজিদগুলো সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে পারবে। মডেল মসজিদ চালু হলে মানুষ নামাজ আদায়ের পাশাপাশি বিশুদ্ধ ভাবে আল কোরআন

শরীফ শিখতে পারবে।
পূর্ণ অবদান রাখবে।
গাংনী মডেল মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা ইলিয়াস হোসেন বলেন,দৃষ্টি নন্দন মডেল মসজিদে মুসল্লির সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে। বেশি বেশি ধর্ম চর্চার সুযোগ পাবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান এমপি। এদিকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সফল করতে মেহেরপুর জেলা ও গাংনী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনপ্রতিনিধি সরকারি কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার মানুষ উপস্থিত থাকবেন।

যতারপুর ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদ্রাসায় হাফেজ ছাত্রদের পাগড়ী প্রদান

মুজিবনগরে যতারপুর ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদ্রাসার উদ্যোগে ৩৩ তম ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ওয়াজ মাহফিলে অত্র মাদ্রাসার হেফজ বিভাগ থেকে সদ্য পাশ করা ১৭ জন হাফেজ ছাত্রকে দস্তরবন্দী বা পাগড়ী প্রদান করা হয়েছে।

মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯ টার সময় যতারপুর ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদ্রাসার কর্তিপক্ষের আয়োজনে, মাদ্রাসার প্রাঙ্গনে আয়োজিত ওয়াজ মাহফিলে যতারপুর ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদ্রাসার সভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের (সাবেক) সাধারণ সম্পাদক এবং মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আমাম হোসেন মিলু এবং ওয়াজ মাহফিলের প্রধান বক্তা মুফতি আবিদ আল আহসান ওয়াজ মাহফিলে উপস্হিত অসংখ্য মানুষের সামনে পাশ করা সকল হাফেজদের কে পাগড়ী পরিয়ে দেন এবং পকেট কোরআন শরিফ উপহার দেন। সেই সাথে তাদের লজিং মাষ্টার ও অভিভাবকদের কেও পবিত্র কোরআন শরিফ ও ইসলামী বই উপহার প্রদান করেন।

এ সময় উপস্হিত ছিলেন, অত্র মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল খাদেমুল ইসলাম,মহাজনপুর ইউপির ১ নং ওয়ার্ড সদস্য জয়নাল আবেদিন,২নং ওয়ার্ড সদস্য নুরুল ইসলামসহ মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, শিক্ষকবৃন্দ।

মুজিবনগরে ঐতিহ্যবাহী সপ্তাহব্যাপী খ্রীষ্টিয় আনন্দ মেলার উদ্বোধন

মুজিবনগরে শুভ বড়দিন উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী ঐতিহ্যবাহী খ্রীষ্টিয় আনন্দ মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর ফুটবল খেলার মাঠে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মশাল প্রজ্বোলন এবং শান্তির প্রতিক পায়রা উড়িয়ে ঐতিহ্যবাহী সপ্তাহব্যাপী খ্রীষ্টিয় আনন্দ মেলার উদ্বোধন করেন। পরে মেলা প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে রেভা: মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন।

অনুষ্ঠানে বিনিময় বিশ্বাস ও লুকহরেন্দ বিশ্বাস এর সঞ্চালনায়, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক,জেলা পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম,উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস,মুজিবনগর থানা ইনচার্য (ওসি) মেহেদি রাসেল,মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন, বাগোয়ান ৬ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য মি: বাবুল মল্লিক, খ্রিস্টীয় আনন্দ উৎসব কমিটির সম্পাদক মি: মাইকেল তপু বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে দেশাক্তবোধক গান ও রবিন্দ্র সংগীত এর তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করেন বল্লভপুর গ্রামের কিশোর কিশোরিরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

মুজিবনগরে যীশু খ্রিষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে বর্ণীল সাজে খ্রিষ্টান পল্লীগুলো

২৫ শে ডিসেম্বর খ্রীষ্টান সম্প্রাদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব শুভবড়দিন, এ দিন জেরুজালেম এর বেথেলহেমে মা মারিয়ার গর্ভে জন্ম নিয়ে ছিল যীশুখ্রিষ্ট।

বড়দিন উপলক্ষে রংবেরং এর বর্ণিল সাজে সেজেছে মুজিবনগর এলাকার খ্রিষ্টান পল্লীগুলো, বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ দুরদুরান্ত থেক নাড়ির টানে এলাকায় ফিরছে খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ আশেপাশের অন্য সম্প্রাদায়ের মানুষের মাঝেও উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

খ্রিষ্টান পল্লীর পাড়ার মোড়ে মোড়ে যিশু খ্রিষ্ট বেথেলহেমের যে গোয়াল ঘরে জন্ম গ্রহন করেছিল তার আদলে তৈরি করা হয়েছে গোশালা ।২৪ তারিখ শনিবার দিবাগত রাত থেকে শুরু হবে মূল উৎসব। মুজিবনগর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের লোক বাস করে বল্লভপুর ও ভবেরপাড়া গ্রামে। বড়দিন উপলক্ষে বাগোয়ান ইউপি সদস্য বল্লভপুর গ্রামের মি: বাবুল মল্লিক জানান বড়দিন উপলক্ষে ডীনারির অন্তরর্গত চার্চ গুলোতে ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে।

শনিবার সন্ধা ছয়টা থেকে গীর্জায় প্রার্থনা, আনন্দ ফুর্তি, নাচ গান এবং গোশালা গুলো উদ্বোধণ করা হবে এবং ২৬ তারিখে থেকে বল্লভপুর খেলার মাঠে ১শত বছরের ঐতিহ্য ৭দিন ব্যাপি আনন্দ মেলা অনুষ্ঠিত হবে। বড় দিনের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসন সর্বাত্বক সহযোগীতা করছেন, প্রশাসনের পাশাপাশি চার্চ ও মেলা কমিটিও নিরাপত্তার জন্য নিজস্ব ব্যবস্হা গ্রহন করেছে।

বল্লভপুর প্যারিস ইম্মানূয়েল চার্চের পুরোহিত মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল জানান যীশু খ্রিষ্টের জন্মদিন শুভবড়দিন উপলক্ষে ইম্মানূয়েল চার্চের নিয়ন্ত্রনাধীন চার্চগুলোতে ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে। গীর্জাগুলো বর্ণীল সাজে সাজানো হয়েছে। শনিবার রাত সাড়ে ১১ সময় খ্রিষ্ঠযাগ এর মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে।

বাগোয়ান ইউপি সদস্য ভবের পাড়া গ্রামের সিবাস্তিন মল্লিক জানান বড়দিন উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসন

সর্বাত্বক সহযোগীতা করছেন এবং খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ সহ সকল ধর্মালম্বীর মানুষ আমাদের সাথে সর্বাত্তক সহযোগীতা করছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস বলেন বড়দিন উপলক্ষে সরকারি সহায়তা হিসাবে উপজেলার ১৭টি চার্চ কে ৫ শত কেজি করে ঘরে চাউল দেওয়া হয়েছে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সহিত সকল অনুষ্ঠান স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করতে পারে তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

নিরাপত্তার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদি রাসেল জানান বড়দিন উপলক্ষে যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিহত করার জন্য তিনস্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্হা গ্রহন করা হয়েছে তিনি নিজেও বিভিন্ন এলাকা ঘুরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করছেন।উপজেলার প্রত্যেকটি গীর্জায় সার্বক্ষনিক পোশাক পরিহিত অবস্হায় পুলিশ প্রহরার ব্যবস্হা করা হয়েছে। পাশাপাশি সাদা পোশাকে পুলিশের টিম কাজ করে যাবে।প্রতিবারের ন্যায় সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্হ্যবিধি মেনে খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ সতস্ফুর্ত ভাবে নিরাপত্তার মধ্যে যাতে বড়দিনের অনুষ্টান পালন করতে পারে প্রশাসনের পক্ষথেকে সবরকম ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।